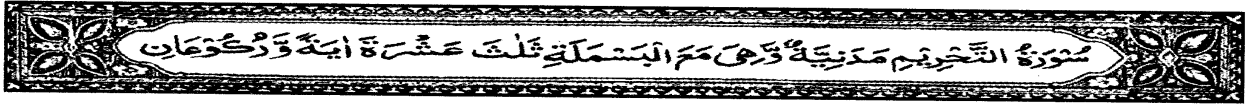


সূরা আত্ তাহরীম-৬৬

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

সূরা 'হাদীদ' দ্বারা যে শ্রেণীর মাদানী সূরাগুলো আরম্ভ হয়েছিল এটি তার সর্বশেষ সূরা। এই শ্রেণীর একাংশ ৭ম বা ৮ম হিজরীতে এবং অপরাংশ পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছিল -বিষয় ও ঘটনার দ্বারা তা-ই প্রতীয়মান হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালকের কিছু কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সূরাতে অস্থায়ী দাম্পত্য-বিচ্ছেদের সেই ব্যাপার আলোচিত হয়েছে, যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণে অথবা পারিবারিক কলহের সূত্র ধরে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা করে ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার শপথ ও সংকল্প প্রকাশ করে। সূরাটি নবী করীম (সাঃ)কে এই আহ্বান জানিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধ ঘোষিত বস্তুগুলোকে নিজের জন্য অবৈধ না করেন। সূরার প্রথম আয়াতটিতে যে নির্দিষ্ট ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায়, যে ভুল বুঝা-বুঝি বা অমিল পারিবারিক জীবনের শান্তি ও ঐক্যকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করে তা কখনো কখনো নবী-জীবনের শান্তিময় পুণ্য-গৃহেও প্রকাশ লাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে, সাময়িক মনোমালিন্যের কারণে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে (মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে) এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাঁরা যেন 'আল্লাহর রসূল(সাঃ) এর' মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এমন কিছু তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা না করেন যা তাঁর 'নবুওয়তের' সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অতঃপর মু'মিনদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরে তারা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যাতে তাদের পরিবারস্থ কেউ সততার পথ থেকে সরে না যায়। নতুবা এর ফলশ্রুতিতে তারা দুঃখ-কষ্ট ও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। সূরাটির শুরু হয়েছিল মহানবী (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যকার সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে কাফিরদেরকে নূহ(আঃ) ও লূত (আঃ) এর স্ত্রীগণের সাথে রূপক তুলনার মাধ্যমে এবং মু'মিনগণকে ফেরাউনের স্ত্রী ও ঈসা(আঃ) এর পবিত্র মাতা সতী-সান্দ্বী ধর্মপরায়ণা মরিয়মের সাথে তুলনার মাধ্যমে।



৬৬-সূরা আত্ তাহরীম-৬৬

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১৩ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতে গিয়ে কেন তা হারাম করছ যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? ৩০৭১ আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী। *

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②

দেখুন : ক. ১ঃ১।

৩০৭১। বর্ণিত আছে, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর একজন স্ত্রী তাঁকে মুখুমিশ্রিত শরবত পান করতে দিলেন এবং তিনি তা পছন্দও করলেন বলে মনে হলো। এতে অন্য স্ত্রীদের কেউ কেউ ঈর্ষাবশত রসূল্লাহ (সাঃ)কে বললেন, তাঁর মুখ থেকে 'মাগাফীরে'র গন্ধ আসছে। মাগাফীরে এক প্রকারের গুল্লোর রস যা রং ও স্বাদে মধুর মত, কিন্তু যা পান করার পরে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন। তিনি বললেন, তিনি আর মধু পান করবেন না(বুলদান)। এই ঘটনার সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কাজ মহানবী (সাঃ) দ্বারা অসম্ভব বলে মনে হয় যে এক বা একাধিক স্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে একটি বৈধ বস্তুকে নিজের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ করার মত চরম পন্থা বেছে নিবেন, বিশেষ করে যে বস্তুকে কুরআনে মানুষের জন্য আরোগ্যকর বলা হয়েছে (১৬ঃ৭০)। এই ঘটনার বর্ণনাকারী বা বর্ণনাকারীরা কিছু ভুল-বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা এক বর্ণনাতে দেখা যায় যে তিনি উম্মুল মু'মিনীন যয়নবের ঘরে শরবত পান করেছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও হাফসা মহানবী (সাঃ) থেকে ভবিষ্যতে মধু না খাওয়ার কথা আদায় করেছিলেন। আবার অন্য বর্ণনাতে দেখা যায়, হাফসার ঘরে মধুর শরবত পান করেছিলেন এবং আয়েশা, যয়নব ও সফিয়া মিলে রসূল্লাহ (সাঃ)কে বুঝিয়েছিলেন যে এ তো মধু নয়, অন্য কিছু। হাদীস থেকে দেখা যায়, দুই বা তিন স্ত্রী মাত্র ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু এই সূরার ২ ও ৬ আয়াত থেকে দেখা যায়, উম্মুল মু'মিনীন সকলই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে দুজন এতে নেতৃত্ব দিয়েছিলে (আয়াত ৫)। এই সকল তথ্য এটাই প্রকাশ করে যে মধুর শরবত পানজনিত সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, বরং তদপেক্ষা বহু বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (কিতাবুল মাযালীম ওয়াল গাস্ব) হযরত ইবনে আব্বাসকে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তিনি হযরত উমর থেকে কথাটা জানবার জন্য সর্বদা ঔৎসুক্য-সহকারে সুযোগের সন্ধানে ছিলেন যে ঐ উম্মুল মু'মিনীন দুজন কারা, যাদের সম্বন্ধে এই সূরাটির ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে- 'তোমরা উভয়ে তওবা করে আল্লাহর দিকে বিনত হলে (এটাই সমীচীন) হবে, (কেননা) তোমাদের উভয়ের হৃদয় (তওবার দিকে) ঝুঁকে গিয়েছিল।' একদিন হযরত ইবনে আব্বাস হযরত উমরকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করতে না করতেই হযরত উমর বললেন, 'ঐ দুজনের একজন আয়েশা ও অপর জন হাফসা। এই বলেই তিনি ঘটনার ইতিবৃত্ত এভাবে বর্ণনা করলেন, "একদিন আমার স্ত্রী আমাকে পারিবারিক ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে চাইলে আমি তাকে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলাম, আমাকে পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নেই। কেননা ঐ সময়ে স্ত্রীলোককে মোটেই পাত্তা দেয়া হতো না। আমার স্ত্রীও দৃঢ়তার সাথে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'তোমার মেয়ে হাফসা তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে মুক্ত মনে দাবী খাটিয়ে কথা বলে এবং রসূলুল্লাহর কোন কথা মনোমত না হলে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, অথচ তুমি আমাকে পারিবারিক ব্যাপারেও একটু বলার সুযোগ দাও না'। এই কথা শুনা মাত্র আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, 'সে যেন আয়েশার (রাঃ) মত বাড়াবাড়ি না করে। কেননা আয়েশা মহানবী(সাঃ) এর হৃদয়ের অধিক কাছে। অতঃপর আমি উম্মে সাল্‌মার কাছে এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে তিনি শক্তভাবে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, আমি যেন রসূলে পাক(সাঃ) ও তাঁর বিবিগণের মধ্যকার ব্যাপারে আমার নাক না গলাই। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই নবী করীম (সাঃ) নিজেকে স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে রাখলেন এবং কিছুদিন তাদের ঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জনরব উঠলো যে মহানবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। এই জনরব সত্য কি না তা জিজ্ঞেস করলে তিনি(সাঃ) আমাকে না-বোধক উত্তর দিলেন।"

এই ঘটনা বলে দিচ্ছে, এই সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ থেকে তাঁর (সাঃ) সাময়িকভাবে আলাদা থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পূর্ববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালাকের বিষয়ে উল্লেখ থাকায় এটা অনেকটা সঙ্গত বলে মনে হয় যে এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলো

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

★ ৩। (উপরোক্ত বিষয়ে) আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের কসম ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক করেছেন^{৩০৭২}। আর আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।**

৪। আর নবী যখন তার স্ত্রীদের কোন একজনের কাছে গোপনে একটি কথা বলেছিল, এরপর সে যখন একথা অন্য কাউকে বলে দিল এবং আল্লাহ্ এ (বিষয়টি) তার (অর্থাৎ নবীর) কাছে প্রকাশ করে দিলেন, তখন সে এর কিছু অংশ তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) জানিয়ে দিল এবং কিছু এড়িয়ে গেল। এরপর সে যখন তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) এটা জানালো সে (অর্থাৎ স্ত্রী) জিজ্ঞেস করলো তোমাকে (এটা) কে জানিয়েছে^{৩০৭৩}? সে বললো, ‘সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত (আল্লাহ্) আমাকে জানিয়েছেন।’

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا ۖ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ ۖ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٦٧﴾

মহানবী(সাঃ) এর উপর্যুক্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঘটনা ঘটান পরে পরেই সূরা আহযাবের ২৯ নং আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং মহানবী(সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণকে এই ব্যাপারে মুক্তভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার দিলেন যে তাঁরা মহানবী(সাঃ) এর সঙ্গিনী থেকে দরিদ্র, সরল ও কষ্টকর জীবন যাপন করতে চান, নাকি তাঁকে (সাঃ) পরিত্যাগপূর্বক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করতে চান। এইভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেক স্ত্রীকেই দেয়া হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতেও ‘সকল স্ত্রীর’ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি ৪র্থ আয়াতেও ব্যাপারটাতে সকল স্ত্রীকেই(রাঃ) জড়িত বলে দেখা যায়। এতে বুঝা যায়, এই আয়াত যে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট তাতে সকল উম্মাহাতুল মু‘মিনীনই (রাঃ) জড়িত ছিলেন, যাতে দু’ জন স্ত্রী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনাটা ছিল আয়েশা(রাঃ) ও হাফসা(রাঃ) এর নেতৃত্বে মহানবী(সাঃ) এর স্ত্রীগণ একজোট হয়ে তাঁর কাছে দাবী জানালেন, যেহেতু মুসলমানগণের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, সেহেতু উম্মুল মু‘মিনীনগণকেও এখন থেকে একটু আরামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ভোগ করার সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ ইতোমধ্যে এই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন (ফাতহুল কাদীর)। এই প্রসঙ্গকে সামনে রেখে, “তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতে গিয়ে” কথাগুলোর অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় ‘যেহেতু তুমি সর্বদাই তোমার সুকোমল ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট থাক, সেহেতু তারা এতদূর সাহসী হয়ে গিয়েছে যে তারা তোমার রেসালতের উচ্চতম মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই যা ইচ্ছা তা চেয়ে বসে।’

হযরত মারিয়া কিবতিয়া(রাঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের রচিত তথাকথিত ঘটনা এতই অবাস্তব ও কল্পিত যে তা একবারেই বিবেচনার অযোগ্য। এর পিছনে কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মহানবী (সাঃ) কখনো কোন কৃতদাসী রাখেননি। মারিয়া নামে মহানবী(সাঃ) এর একজন বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, যিনি ছিলেন সম্মানীয়া উম্মুল মু‘মিনীনের অন্যতম।

★[স্ত্রীদের কাছে কোন দ্রব্য অপছন্দনীয় ছিল যা আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) তাঁদের সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন, এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। সেটি যে দ্রব্যই হোক না কেন আল্লাহ্ তাআলা তা হালাল সাব্যস্ত করেছেন। এ আয়াতে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যে দ্রব্যই সুনিশ্চিতভাবে হারাম বা হালাল করেছেন তা পরিবর্তন করার অধিকার বান্দার নেই।

সাধারণ মানুষের নিজেদের পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী কোন দ্রব্যকে নিজেদের জন্য হারামতুল্য করে নেয়ার অধিকার তো আছে, কিন্তু তা আমাদের জন্য আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য আদর্শ বলেই তাঁকে (সাঃ) বিষয়ভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩০৭২। স্বীয় স্ত্রীগণের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষ ও দাবীর কথা মহানবী(সাঃ)কে এতই মর্মপীড়া দিয়েছিল যে তিনি নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন, একমাসের জন্য তিনি তাঁদের কাছে যাবেন না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, কোন আইনসম্মত হালাল বস্তু ব্যবহার না করার প্রতিজ্ঞার কারণে অবৈধ হয়ে যেতে পারে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে ব্যবহার্য বস্তু ব্যবহার করাই উচিত।

★★[এখানে কসম ভঙ্গ করা বলতে গুরুত্বসহকারে কারো সাথে প্রতিশ্রুতির জন্য যে বৈধ কসম খাওয়া হয় তা-ও ভেঙ্গে ফেলতে হবে একথা বুঝায় না। বরং কেবল এ কথা বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হারাম ও হালালের কোনটি পরিবর্তনের জন্যে যদি তোমরা কসম খেয়ে বস তবে তা ভেঙ্গে ফেল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। তোমরা উভয়ে^{৩০৭৪} তওবা করে আল্লাহর দিকে বিনত হলে (এটাই সমীচীন) হবে, (কেননা) তোমাদের উভয়ের হৃদয় (তওবার দিকে) ঝুঁকে গিয়েছিল। আর তোমরা উভয়ে তার (অর্থাৎ এ রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করলে নিশ্চয় (সেক্ষেত্রে) আল্লাহ্ই তার অভিভাবক। আর জিবরাঈল, প্রত্যেক সৎকর্মশীল মু'মিন এবং এ ছাড়া ফিরিশ্তারাও (তার) সহায়তাকারী।

৬। সে যদি তোমাদের তালাক দেয় তাহলে তার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম জীবনসাথী দান করতে পারেন। তারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, মু'মিনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালনকারিণী বিধবা ও কুমারী।

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে *আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। এ (আগুনের) ওপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্তারা (নিয়োজিত) থাকবে। আল্লাহ্ তাদের যে আদেশ দেন তারা (এর) অবাধ্যতা করে না। আর তাদের যে আদেশ দেয়া হয় তারা তা-ই (পালন) করে।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑥

عَنِ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا فَمِنْكُمْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِيتٍ تَبِيتٍ غِيْذٍ سَيِّئَةٍ تَبِيتٍ وَأَبْكَارًا ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑧

দেখুন : ক. ২৪২৫।

৩০৭৩। এই আয়াতটি কোন্ বিশেষ ঘটনার কথা বলেছে তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতার দ্বারা বুঝা যায়, এটা ছিল হযরত আয়েশা(রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই ঘটনাটি। হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ যখন ৩৩ঃ২৯ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রসূলুল্লাহ্(সাঃ) এর স্ত্রীগণকে দুটি পথের একটি নির্বাচন করার অনুমতি দেয়া হলো। একটি পথ হলো, মহানবী(সাঃ) এর সাথে দুঃখ-কষ্ট বরণ করে চিরসঙ্গিনীরূপে থেকে যাওয়া এবং অপরটি তাঁকে ছেড়ে সুখ-সম্ভোগ ও বিলাসিতার জীবন যাপন করা। কেননা তাঁরা সকলে মিলে মহানবী(সাঃ) এর কাছে সুখ-সাম্রাজ্যের দাবী করেছিলেন। প্রত্যন্তরে, মহানবী(সাঃ) উক্ত দুটি পথের একটি অবলম্বন করার জন্য স্ত্রীগণকে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি তিনি সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা(রাঃ) এর কাছে গোপনে প্রকাশ করেন (বুখারী কিতাবুল মাযলিম ওয়াল গাস্ব)। সর্বপ্রথমে হযরত আয়েশার কাছে কথাটি উত্থাপনের কারণ হলো, স্ত্রীগণের স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী উত্থাপনের বেলায় হযরত আয়েশা(রাঃ)ই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন হাফসা(রাঃ)। সম্ভবত হযরত আয়েশা রসূলে মকবুল(সাঃ) এর কাছ থেকে প্রস্তাবটি পেয়ে তা হযরত হাফসাকে জ্ঞাত করেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ্(সাঃ) এর প্রস্তাবটি যা কেবল হযরত আয়েশা(রাঃ) এর কাছে ব্যক্ত করা হয়েছিল তা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। যা হোক, বাস্তবে কি ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ উদঘাটন করা সম্ভব না হলেও আয়াতটি এই কথার উপরে সবিশেষ জোর দিচ্ছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন কথা বা বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার ভার দিলে সে যেন তা রক্ষা করে। বিশেষভাবে গোপন বিষয়টি যদি স্বামী-স্ত্রীর হয় কিংবা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে হয়, আর একই ধারায় ব্যাপারটা যদি আল্লাহর নবী-ও তাঁর কোন অনুসারীর মধ্যকার বিষয় হয় তাহলে এর গোপনীয়তাকে মনে করতে হবে-আমানত।

৩০৭৪। 'তোমরা উভয় বলতে' আয়েশা ও হাফসা(রাঃ)কে বুঝিয়ে থাকবে। কেননা এই দুজনই মহানবী(সাঃ) এর স্ত্রীগণের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, জীবন-জীবিকার দাবী উত্থাপনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। মহানবী(সাঃ) এর অন্যান্য সকল স্ত্রী দাবী উত্থাপনে একজোট ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা(রাঃ) যথাক্রমে মহাসম্মানিত সাহাবীদ্বয় হযরত আবুবকর(রাঃ) ও হযরত উমর(রাঃ) এর কন্যা ছিলেন, সেই জন্যই মনে হয় তাঁরা এই বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আয়াতটির ভাষার ধরনও কঠোর। এর গাঠনিকপূর্ণ বাগধারা থেকেই বুঝা যায়, বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক স্ত্রীর গৃহে মধুমিশ্রিত শরবত পান করার মাঝে এমন কি কঠোরতার ব্যাপার থাকতে পারে যে মহানবী(সাঃ) এর মত মহামহিম ব্যক্তির এক মাসের জন্য সকল স্ত্রী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখার মত কঠিন ব্রত অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করলেন? আল্লাহর বাণীতে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে কঠোর ভাষায় পরোক্ষভাবে শাসনো হচ্ছে 'আল্লাহ্ই তার অভিভাবক আর জিবরাঈল, প্রত্যেক সৎকর্মশীল মু'মিন এবং এ ছাড়া ফিরিশ্তাও (তাঁর) সহায়তাকারী।

৮। *হে যারা অস্বীকার করেছ! আজ তোমরা কোন অজুহাত উপস্থাপন করো না। নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহর দিকে বিনত হও। (এর ফলে) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দিতে পারেন এবং এরূপ *জান্নাতসমূহে তোমাদের প্রবেশ করাতে পারেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেদিন আল্লাহ নবীকে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনেও ধাবিত হবে এবং ডান দিকেও (ধাবিত হবে)। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও' এবং আমাদের ক্ষমা কর'। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

★১০। হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর' এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন কর। আর তাদের আশ্রয় জাহান্নাম এবং তা কত মন্দ গন্তব্যস্থল!*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَنْكُمْ رَبُّكُمْ أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخُلَكُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا لَكَ نُورًا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَوْصِلُ ۝

দেখুন : ক. ৯৯৬৬ খ. ৪৮৯৬; ৬৬ঃ১০।

৩০৭৫। পরিপূর্ণতা লাভের অদম্য বাসনা বেহেশতেও মুমিনগণের মনকে উদ্বেল করে রাখবে। তারা প্রার্থনা করতে থাকবে “হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও”। এ থেকে প্রকাশ পায় যে বেহেশতের জীবন কর্মহীন হবে না, বরং তা হবে উদ্যমী ও কর্মময়। কেননা বেহেশতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অন্তহীন পথ খুলে যাবে। অগ্রগতির উর্ধ্বতন এক স্তরে উপস্থিত হয়ে তারা দেখবে, এটাই শেষ স্তর নয়। উর্ধ্ব আরো স্তর রয়েছে। তখন তারা ঐ স্তরে পৌঁছাবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবে। এমনি করে উচ্চ থেকে উচ্চতম স্তর অতিক্রম করতে মু'মিন অগ্রসরই হতে থাকবে-এই প্রক্রিয়া অন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, কখনো থামবে না।

৩০৭৬। মু'মিনগণ বেহেশতে পৌঁছার পরে মাগ্ফেরাত কামনা করবে অর্থাৎ তাদের কমতি ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে (মাগ্ফেরাত মানে ঢেকে রাখা-লেইন)। তারা অবিরত আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে অধিকতর পূর্ণতা ও ঐশী জ্যোতি লাভের জন্য। তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ থেকে উচ্চতর মোকাম পাড়ি দিতে থাকবে। প্রত্যেক উচ্চতার পর আরো উচ্চতা দৃষ্ট হতে থাকবে। পূর্বতন অতিক্রান্ত উচ্চতাকে পরবর্তী উচ্চতার তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণতাকে ঢেকে ফেলার জন্য বেহেশতীগণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবেন যাতে ত্রুটিহীন উর্ধ্বস্তর লাভ সম্ভব হয়। 'ইস্তেগফার' এর আসল তাৎপর্য এটাই। অবশ্য এর শাব্দিক অর্থ “ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপমুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।”

৩০৭৭। কাফির ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পূর্ণ প্রচেষ্টা না চালিয়ে অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। ঘটনাক্রমে এই আয়াতে 'জৈহাদ' শব্দের আসল অর্থ ও তাৎপর্য তথা 'চরম মাত্রার প্রচেষ্টা চালানো' প্রকাশ পেয়েছে। কারণ মুনাফেকরা মুসলিম সমাজেরই একটি অংশ বিশেষ ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কখনো তলোয়ারের যুদ্ধ করা হয়নি।

★প্রবৃত্তির খাতিরে এ জিহাদ নয়, বরং কেবল আল্লাহর খাতিরেই এ জিহাদ করা হয়ে থাকে। মন যতই নরম হোক, এতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কঠোর হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্য একটি আয়াত থেকে এ কঠোরতার কল্যাণ সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার লোক নয় তারাও ভয় পাবে এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যেমন বলা হয়েছে, 'ফা' শাররিদ বিহিম মান খালফাহুম' (সূরা আনফাল: ৫৮) অর্থ: (সমুচিত শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে) এদের পেছনের লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

১১। কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তারা উভয়ে আমাদের দুজন সৎ বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের (স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল^{৩০৭৮}। ফলে তারা (অর্থাৎ স্বামীরা) আল্লাহ্র (শাস্তি) থেকে তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) একটুও রক্ষা করতে পারেনি। আর বলা হলো, ‘প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশ কর।’

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَ
امْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ⑩

১২। আর মু‘মিনদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যখন সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও, ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং এ যালেম জাতি থেকে আমাকে উদ্ধার কর।’

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ
إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ
نَجِّنِي مِنَ قَوْمٍ فَجِئَنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ⑪

১৩। আর (আল্লাহ্) ইমরানের কন্যা মরিয়মের (দৃষ্টান্তও বর্ণনা করছেন)। *সে উত্তমরূপে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমরা এ (শিশুপুত্রের) মাঝে আমাদের রুহ্ ফুঁকে দিলাম। আর এর (মা) তার প্রভু-প্রতিপালকের বাণীর এবং তাঁর
২
[৫] কিতাবসমূহেরও সত্যায়ন করলো। আর সে ছিল
২০ আনুগত্যকারীদের একজন।*

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكُتِبَ لَهَا فَكَرٌّ مِّنَ النَّارِ ⑫

দেখুন : ক. ২১ঃ৯২।

৩০৭৮। কাফিরদেরকে নূহ(আঃ) এর স্ত্রী ও লূত(আঃ) এর স্ত্রীর সাথে সমপর্যায়ে ফেলে তুলনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, দুই প্রকৃতির লোক, যারা সত্যকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর হয়, তারা উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক লোকদের সাহচর্য পেয়েও এমনকি নবীর সাহচর্যে থেকেও কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ফেরাউনের স্ত্রী ঐ সকল মুমিনের প্রতীক যারা পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একান্ত বাসনা পোষণ করে ও আকুতি জানায়, এমনকি ‘তিরস্কারকারী আত্মার’ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েও সময় সময় পদস্থলিত হয়ে পড়ে। ঈসা(আঃ) এর মাতা আল্লাহ্ তাআলার ঐ সকল পুণাত্মা বান্দাগণের প্রতীক যারা নিজেদের উপরে পাপের সকল দরজা বন্ধ করে আল্লাহ্র সাথে শান্তি-সন্ধি স্থাপন করে ও আল্লাহ্ থেকে ঐশী-প্রেরণা লাভ করে। এখানে ‘ফিহি’র ‘হি’ বলতে সৌভাগ্যশালী মুমিনকে বুঝিয়েছে। অথবা ‘হি’ শব্দটি ‘ফার্জ’ এর সর্বনামরূপে এসেছে। ‘ফার্জ’ এর অর্থ, ‘ফাটল, ফাঁক’ যার মধ্য দিয়ে পাপ প্রবেশ করতে পারে।

★ [এ বিষয়ে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ফানাফাখনা ফীহা মির্ রুহিনা’ (সূরা আল্ আশিয়া: ৯২, অর্থ: এর মাঝে আমরা আমাদের আদেশ ফুঁকে দিলাম)। এখানে ‘ফীহা’ (অর্থাৎ এর মাঝে) বলে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে, আধ্যাত্মিকভাবে যে মু‘মিন মরিয়মি অবস্থা অতিক্রম করবে তার মাঝেও ‘নাফথির রুহ্’ (অর্থাৎ রুহ্ ফুঁকে দেয়া হবে)। তাকে তার যুগের ঈসা সদৃশ বানানো হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]